তথ্য অধিকার আইন অনুসারে নাগরিকের
আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য

সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি সাহায্যপুষ্ট এনজিও এই আইনে কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিবেচিত হবে

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার আইন

জনগণ দেশের মালিক। তাই জনগণ দেশের সকল সম্পদের মালিক। দেশ চলে জনগণের টাকায়। দেশের সকল কাজ পরিচালিত হয় জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য। এই কাজের সকল ব্যয় নির্বাহ হয় জনগণের টাকায়।

তাই সব কাজ ও সব ব্যয়ের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কাজ ও ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হলে 'জনগণের ক্ষমতায়ন' ঘটবে; রাষ্ট্রে জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে জনগণ তাদের অধিকারগুলো আদায় করে নিতে পারবে।

তাই জনগণের ক্ষমতায়ন, কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' প্রণীত হয়েছে।

প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,
অনুচ্ছেদ, ৭(১)

তথ্যের জন্য আবেদন

- কর্তৃপক্ষের সকল তথ্য প্রদান ইউনিটে তথ্যের জন্য আবেদন গ্রহণ ও তথ্য প্রদানসংক্রান্ত কাজের জন্য একজন 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' রয়েছেন।
- কোন তথ্য চান তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' বরাবর নির্ধারিত 'ক' ফরমে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে।
- নির্ধারিত ফরম সহজলভ্য না হলে সাদা কাগজেও আবেদন করা যাবে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদন গ্রহণ করবেন এবং নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করবেন।

তথ্যের জন্য আবেদন গ্রহণ ও তথ্য প্রদান সংক্রান্ত কাজের জন্য সব অফিসে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রয়েছেন

নির্ধারিত 'ক' ফরম পূরণ করে তথ্যের জন্য আবেদন করতে হয়

তথ্য কী?

কোনো কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডসংক্রান্ত যেকোনো স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় তৈরি যেকোনো ইন্সট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যেকোনো তথ্যবহ বস্তু বা তার প্রতিলিপি তথ্য হিসাবে গণ্য হবে।

তবে দাপ্তরিক নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপি তথ্য নয়।

তথ্যের মূল্য পরিশোধ

কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেতে আপনাকে তথ্যের জন্য নির্ধারিত/যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্যের মূল্য জানানোর ৫ কার্যদিবসের মধ্যে সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে নির্ধারিত চালান কোডে মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

(চালান কোড নম্বর ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭)

তথ্যের মূল্য

- প্রতি পাতা ফটোকপির জন্য ২ টাকা
- ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে– ডিস্ক, সিডি সরবরাহ করলে বিনামূল্যে অথবা ডিস্ক, সিডির প্রকৃত মূল্য
- বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্য

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দিতে অপারগ হলে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে লিখিতভাবে অপারগতার কথা জানাবেন। সেখানে তিনি তথ্য প্রদানে অপারগতার কারণ উল্লেখ করবেন

কতদিনে ও কীভাবে তথ্য পাবেন...

- আবেদনের ২০ কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দেবেন।
- তথ্যের সঙ্গে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষ যুক্ত থাকলে ৩০ কার্য দিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন।
- অনুরোধকৃত তথ্য কোনো ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার থেকে মুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত হলে অনুরোধের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করবেন।
- প্রদত্ত তথ্যের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর অধীনে এই তথ্য সরবরাহ করা হইয়াছে' কথাগুলো লিখে সেখানে তার নাম, পদবি, স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সিল দিয়ে দেবেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য না দিলে বা তাঁর সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে আপিল করুন

কার কাছে আপিল করবেন?

যে অফিসে তথ্য চেয়ে আবেদন করা হয়েছে তার ঊর্ধ্বতন অফিস প্রধানের কাছে।

অথবা

যাদের ঊর্ধ্বতন অফিস নেই তাদের ক্ষেত্রে একই অফিস প্রধানের কাছে।

কীভাবে আপিল করবেন?

- আবেদন করে তথ্য না পেলে ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে।
- নির্ধারিত 'গ' ফরম পূরণ করে আপিল করতে হবে।
- আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।
- আপিল কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেবেন অথবা গ্রহণযোগ্য না হলে আপিল আবেদন খারিজ করে দেবেন।

আপীলে তথ্য না পেলে বা সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে অভিযোগ দায়ের করুন

অভিযোগ ও এর নিষ্পত্তি

- আপীলে তথ্য না পেলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে হবে।
- তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান যা 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ সংস্থা।
- অভিযোগের জন্য নির্ধারিত ফরমে (ফরম-ক) অভিযোগ দায়ের করতে হবে।
- তথ্য কমিশন সাধারণভাবে ৪৫ দিন অথবা সর্বোচ্চ ৭৫ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করে থাকে।
- তথ্য কমিশন তথ্য দেওয়ার ও 'ক্ষতিপূরণ' প্রদানের আদেশসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে 'জরিমানা'ও করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে 'বিভাগীয় শাস্তি' প্রদানের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন।

যেসব তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

দেশ ও জনগণের স্বার্থেই দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্ষুন্নকরণ; বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার; আইনের প্রয়োগ; অপরাধ বৃদ্ধি; জনগণের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু বিচারকার্য ব্যাহতকরণ; ব্যক্তিগত গোপনীয়তা; আদালতের নিষেধাজ্ঞা; আদালত অবমাননা; তদন্তকাজে বিঘ্ন; জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানি; মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য প্রদানকে বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে।

তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত আবেদন প্রক্রিয়া

- নির্ধারিত 'ক'-ফরমে আবেদন
- ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অপারগতা
- ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদান
- তথ্য বা জবাব না পেলে বা জবাবে সন্তুষ্ট না হলে ৩০ দিনের মধ্যে গ-ফরমে আপীল দায়ের
- ১৫ দিনের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি
- আপীলের জবাব না পেলে বা সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের
- ৪৫ দিন অথবা সর্বোচ্চ ৭৫ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি

তথ্য অধিকার আইনসংক্রান্ত যে কোনো সহায়তার জন্য

০১৭২৭৫৪৯৬৮৬

এমআরডিআই হেল্পডেস্ক

সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা; রবি-বৃহস্পতি

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য কমিশন

USAID IDEA MRDI THE CARTER CENTER